তারিখ 16 MAR 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

সংবাদ

শার্শা পাইলট মডেল বিদ্যালয়

ছাত্রের পা ভাঙল প্রধান শিক্ষক!

প্রতিনিধি, বেনাপোল

শার্শা পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম এবার ৮ম শ্রেণীর এক ছাত্রকে পিটিয়ে পা ভেঙে দিয়েছে। গত সোমবার সকালে ঐ ছাত্র রাসেল মিয়া বেঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু প্রধান শিক্ষক ভেবেছিল সে হাই বেঞ্চির ওপর উঠে দাঁড়িয়ে দুষ্টুমি করছে সেই ভেবে বেঞ্চের পায়া দিয়ে পিটিয়ে।

জানা যায়, ক্লাস শুরুর এক ঘণ্টা আগে শার্শা পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিধ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির পেছনের দরজা দিয়ে প্রধান শিক্ষক কক্ষে প্রবেশ করে দেখে রাসেলসহ কয়েকজন দুষ্টুমি করছে। এসময় প্রধান শিক্ষক এসে প্রথমে চড় মারেন, পরে পাশে পড়ে থাকা বেঞ্চির ভাঙা পায়া দিয়ে বেদম প্রহার করেন। ৩য় দফায় তিনি অফিস থেকে লাঠি নিয়ে আবারও মারেন বলে আহত ছাত্র দাবি করেন। আহত রাসেল উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকলে অন্য শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা দ্রুত এসে তাকে অফিস রুমে নিয়ে আসেন। অন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনুরোধে ডাক্তার নিয়ে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে স্কুলের মাঠে চলে আসলে শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা তাদের ক্লাসে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। পরে তারা রাসেলের বাড়িতে খবর দিলে তার অভিভাবকরা এসে তাকে দ্রুত স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এক্সরে করালে কর্তব্যরত ডাক্তার ঘোষনা দেন তার পা ভেঙে গেছে। আহত ছাত্র রাসেল মিয়া বলেন, সকালে আমি বেঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পেছনের দরজা দিয়ে হেড স্যার এসে মনে করেছে আমি বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে সয়তানি করছিলাম। সেই ভেবে স্যার বেঞ্চের পায়া দিয়ে আমার পিটিয়ে পা ভেঙে দিয়েছে। শার্শা পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম বলেন, ক্লাস শুরুর এক ঘণ্টা আগে সব রুম খোলা হয়েছে কি না আমি দেখছি। ৮ম শ্রেণির রুমের একটি তালা খুলতে পারছে না শুনে আমি সেখানে যায়। এ সময় ছাত্রছাত্রীরা সব চিল্লাচিল্লী করছে। ঐ রুমে ঢুকে দেখি ঐ চেলেটা বেঞ্চের উপর বসে চিল্লাচিল্লি করছে। তখন আমি বলি বাবা তুমি চিল্লাচ্ছ কেন। তাকে একটি চড় মারতে গেলে সে দৌড় মারতে গিয়ে বেঞ্চের কুনায় পায় লেগেছে। পরে ডাক্তার ডেকে ইনজেকশনও দেয়া হয়েছে। তাকে মারা হয়নি।